দৈনিক ইনকিলাব

০৪৩

তারিখ 30 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

দেবহাটা

।। আবদুল ওয়াজেদ কচি।।

সাতক্ষীরা জেলার সবচেয়ে অবহেলিত ও ছোট উপজেলার নাম দেবহাটা। জেলা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দেবহাটা উপজেলা বৃটিশ শাসনামলে পৌরসভা ছিল। সীমান্ত উপজেলা হিসেবে পরিচিত দেবহাটা উপজেলা হাজারো সমস্যায় জর্জরিত।

শিক্ষা ব্যবস্থা

দেবহাটা উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। এখানে ৮টি হাইস্কুল, ৩৩টি সরকারী ও ৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২১টি মাদ্রাসা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহ ও আসবাবপত্র সমস্যা প্রকট। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ায় বিঘ্ন ঘটে। অপরদিকে দেবহাটা উপজেলায় বিগত সময়ে কোন কলেজ ছিল না। তবে গত বছর স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কলেজটি সরকারী অনুমোদন পায়নি। অচিরেই কলেজটি সরকারী অনুমোদন করা প্রয়োজন বলে উপজেলাবাসী দাবী করছে।

আয়তন ও তথ্য

এ উপজেলার আয়তন প্রায় ১শ' বর্গ কিলোমিটার এবং মাত্র ৫টি ইউনিয়নের অন্তর্গত ১শ' ১৭টি গ্রাম রয়েছে। লোক সংখ্যা প্রায় ৭৭ হাজার। এদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। এখানে প্রায় ২শ' মৎস্যজীবী ও ২শ' তাঁতী পরিবার রয়েছে। মৎস্যজীবী ও তাঁতী পরিবারগুলো তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

সীমান্ত উপজেলা দেবহাটায় রাস্তার পরিমাণ প্রায় ১শ' ২৪ কিলোমিটার। তার মধ্যে মাত্র ১৯ কিলোমিটার রাস্তা পাকা। রাস্তাগুলো সংস্কারের অভাবে লোক ও যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। জেলা শহরের সাথে সংযোগরক্ষাকারী প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই করুণ। অপরদিকে কাঁচা রাস্তাগুলোর অবস্থা বর্ণনাতীত।

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা

উপজেলায় সর্বমোট ২৯ হাজার একর জমি রয়েছে। তারমধ্যে প্রায় ২২ হাজার একর জমি এক ফসলী, ৬ হাজার একর দো'ফসলী এবং পতিত জমি রয়েছে প্রায় ১ হাজার একর। এখানে কোন গভীর নলকূপ নেই। ২শ' ৭৮টি অগভীর নলকূপের মধ্যে অধিকাংশই অকেজো রয়েছে। তাছাড়া এলাকাটি লবণাক্ত হওয়ার ফলে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় না। তবে এ উপজেলায় বেশ কিছু ব্যক্তি চিংড়ি মাছের চাষ করে লাখ লাখ টাকা আয় করছে। অপর দিকে গরীব ভূমিহীন বর্গাচাষীদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। চিংড়ি মাছের চাষ করে এ উপজেলা থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করা হচ্ছে বলে দেবহাটাকে বাংলাদেশের 'কুয়েত' বলা হয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

এ উপজেলার সবচেয়ে বড় সমস্যা চিকিৎসা সংকট। এখানে দু'টি দাতব্য চিকিৎসালয় থাকলেও ওষুধ সংকটের ফলে রোগীদের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। রোগীর অভিভাবকদের ওষুধের ফর্দ হাতে নিয়ে ছুটাছুটি করতে হয়।

চোরাচালান

সীমান্ত উপজেলা দেবহাটায় মাত্র ৪টি বি,ডি,আর ফাঁড়ি রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। চোরাচালানীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অগোচরে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম। তবে বি,ডি,আরের জোর তৎপরতার ফলে ইদানিং চোরাচালানীরা সুবিধা করতে পারছে না।

নড়াইলে ১২ জন দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার

নড়াইল, ২৯ জুলাই (সংবাদদাতা)।— হত্যা, গুম, লুটতরাজ, ছিনতাই, নারীধর্ষণসহ নানাপ্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার দায়ে নড়াইলের জেলা প্রশাসন সদর উপজেলার চণ্ডীবরপুর ইউনিয়নের মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে গ্রামের জনসাধারণের কাছ থেকে লাখ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করছে। বিভিন্ন সময়ে নগদ অর্থ দাবী করলে তা দিতে কেউ অসম্মতি জানালে তাদেরকে প্রাণনাশের হুমকী দেওয়া হয়।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর এ সব এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। চণ্ডবরপুর ইউনিয়নের রথভাঙ্গা, গন্ধর্বখালী, ফুলবাড়ী গ্রামের জনগণ এ সব সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে লিখিত বা মৌখিকভাবে জানাতে সাহস পাচ্ছে না। অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নড়াইল জেলা প্রশাসনের নিকট ঘটনা উল্লেখ করে অভিযোগ করে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে নড়াইল জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ১২ জনকে গ্রেফতার করে।